দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 16 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

১৮ জানুয়ারির মধ্যে আটক সব ছাত্র শিক্ষকের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ কারাবন্দী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাশাপাশি সবছাত্রকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া না হলে ক্যাম্পাস আবারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। তাঁরা বলছেন, ক্যাম্পাস স্থিতিশীল রাখার একমাত্র সহজ ও গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে সব মামলা প্রত্যাহার করে সকলের নিঃশর্ত মুক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক শেষে কারাবন্দী চার শিক্ষক এবং ৫৩ ও ৫৪ নং মামলায় যেসব ছাত্রকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে শিক্ষার্থীরা বলছেন, উপাচার্যের এ বক্তব্য স্পষ্ট নয়। এতে করে বোঝা যাচ্ছে অন্য দু'টি মামলায় যেসব ছাত্রকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তারা মুক্তি পাচ্ছে না। তার ওপর আরও একটি মামলার চার্জশীট এখনও হয়নি। তাছাড়া ছাত্র-শিক্ষকদের কিভাবে মুক্তি দেয়া হবে তাও স্পষ্ট নয়। শিক্ষার্থীরা জানায়, কোন আশ্বাস নয়। তাদের দাবি আগস্টের

আন্দোলন অব্যাহত

ঘটনায় যত মামলা হয়েছে সব প্রত্যাহার করতে হবে এবং কারাবন্দী সব ছাত্র-শিক্ষককে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে। আর তা তাদের আল্টিমেটাম অনুযায়ী ১৮ জানুয়ারির মধ্যেই করতে হবে। অন্যথায় তাদের চলমান আন্দোলন আরও কঠোর আকার ধারণ করবে। আর সেক্ষেত্রে কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তার সব দায়ভার উপাচার্য ও সরকারকেই নিতে হবে। ১৮ জানুয়ারির মধ্যে আগস্টের সব মামলা প্রত্যাহার করে ছাত্র-শিক্ষক সকলকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া না হলে কঠোর আন্দোলনে যাবে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। তাদের চলমান শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক সংহতি প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে ছাত্র শিক্ষকের মুক্তির বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণে

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

১৮ জানুয়ারির মধ্যে

(প্রথম পাতার পর)

আজ বুধবার জরুরী তলবী সাধারণসভায় বসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। আওয়ামীপন্থী নীলদলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ সামাদ জানান, সেখানেও ছাত্রদের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হবে।

ছাত্র ইউনিয়ন বলছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গণমাধ্যমে দেয়া দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য ছাত্রশিক্ষক-কর্মচারী—অভিভাবকদের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালছে। ৪০ ছাত্রের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় দায়েরকৃত অন্য তিনটি মামলার বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য না দিয়ে শুধু শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ৫৩ ও ৫৪ নং মামলার সমাধানের কথা বলে সমস্যা জিইয়ে রাখার কূটকৌশল করা হচ্ছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ছাত্র-শিক্ষক সকলকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া না হলে ক্যাম্পাস আবারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া না হলে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাস স্থিতিশীল রাখার একমাত্র সহজ ও গ্রহণযোগ্য পন্থা হচ্ছে সরকার বাদী হিসাবে আগস্টের সব মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত

কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবারও নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা ২ ঘণ্টা ক্লাস বর্জন, মৌন মিছিল, প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংহতি সমাবেশ করেছে। সংহতি সমাবেশে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এলেক্স কার্জিলোতক্সিসহ ১৭ জন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করেন।

আজ শিক্ষক সমিতির জরুরী তলবী সাধারণসভা

কারাবন্দী ছাত্র শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারে কর্মপন্থা নির্ধারণে আজ জরুরী তলবী সাধারণসভায় বসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। ৪১ জন শিক্ষক গত ৫ জানুয়ারি সাধারণসভা আহ্বানের জন্য লিখিতভাবে জানান। কিন্তু দু' দু'বার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কোরাম সঙ্কটের কারণে না হওয়ায় গঠনতন্ত্রের ৮-এর ২ এর 'খ' ধারা অনুযায়ী এ সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান নীল দলের আহ্বায়ক ড. মোঃ সামাদ।